নাট্য
কথা
সম্পাদনা
নিরুপম আচার্য
কলাবতী প্রকাশনী

NATYAKATHA
Edited by Nirupam Acharyya

নাট্যকথা
সম্পাদনা : নিরুপম আচার্য

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২১

গ্রন্থস্বত্ব : নিরুপম আচার্য

ISBN: 978-93-93085-00-9

প্রচ্ছদ : প্রণব হাজরা

বর্ণশুদ্ধি : সুদীপ দেব

বর্ণস্থাপন : বাংলা ডিজিটাল প্রেস, bangladigitalpress@gmail.com

মুদ্রক : শরৎ ইমপ্রেশনস প্রা. লি., ১৮ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রকাশক : **কলাবতী প্রকাশনী**, ৯১ গোরক্ষবাসী রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৮

মূল্য : ৬৫০ টাকা

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তাহামিজা খাতুন ১২১

বরাকের চিত্রভানু ও 'সুখপাখি'
দেবজ্যোতি শীট ১৩৩

শম্ভু মিত্র : বহুরূপীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা ও ইতিহাস
নয়ন ভল্লা ১৪২

'ছেঁড়া তার'— জীবনবীণার ছিন্ন তার
বীরেশ মণ্ডল ১৫০

থিয়েটারের মঞ্চ ও আলো বিষয়ে একটি প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা : প্রসঙ্গ বিজন থিয়েটার ১৫৭
বোধিসত্ত্ব ভট্টাচার্য

কাজি আব্দুল ওদুদের নাট্যভাবনা ১৭১
মমতাজ বেগম

রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে বহুরূপীর রবীন্দ্রস্মরণ : শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় বিসর্জন ১৭৯
শর্মিলা ঘোষ

'কোথায় গেল'— মনুষ্যত্ব বিসর্জন ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের একাঙ্ক ১৮৬
শান্তনু মণ্ডল

শিল্প-সাহিত্যের ভিন্ন মাধ্যমে – 'ষোড়শী' ১৯৬
সংহিতা মিত্র

কবিতা সিংহের দুটি কাব্যনাটক : অনন্য সত্তার অন্বেষণ ২০৫
সহেলী সামন্ত

চাঁদ বণিকের পালা : পৌরাণিকতার আড়ালে আধুনিক জীবনের ভাষ্য ২১৪
সাহাবুল মন্ডল

উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের '[illegible]' : মধ্যবিত্ত মননে গভীর অবক্ষয় ২২২

রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে বহুরূপীর রবীন্দ্রস্মরণ: শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় বিসর্জন

শর্মিলা ঘোষ

নাটককার রবীন্দ্রনাথের এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি 'বিসর্জন' নাটক। ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' উপন্যাস অবলম্বনে রচিত 'বিসর্জন' নাটকটি প্রথম প্রকাশ পায় ১৮৯০ সালে। বিভিন্ন সংস্করণে একাধিকবার এর পাঠ বদল করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'বিসর্জন' পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট ট্র্যাজেডি নাটক। 'রাজর্ষি' উপন্যাসের উৎসরূপে এক স্বপ্নের কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মন্দিরের সিঁড়িতে রক্তবিন্দু দেখে এক বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুল সুরে তার বাবাকে প্রশ্ন করেছিল, "বাবা, এ কী! এ যে রক্ত!" এই স্বপ্নই রয়েছে 'রাজর্ষি' উপন্যাসের মূলে। পরবর্তী সময়ে 'রাজর্ষি' থেকেই লেখা হল 'বিসর্জন' নাটক।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'বিসর্জন' প্রেম আর প্রতাপের দ্বন্দ্ব। সে দ্বন্দ্বের একদিকে রাজা গোবিন্দমাণিক্য আর অন্যদিকে রাজপুরোহিত রঘুপতি। অপর্ণার প্রশ্নে বিচলিত গোবিন্দমাণিক্য মন্দিরে বলিপ্রথা বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই রঘুপতি এ নির্দেশ মানতে চাননি। সর্বতোভাবে এর বিরোধিতা করেন। ধর্মের ওপর হস্তক্ষেপ বলে মনে করেন। কিন্তু গোবিন্দমাণিক্য তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছেন "বালিকার মূর্তি ধরে / স্বয়ং জননী মোরে বলে গিয়েছেন / জীবরক্ত সহে না তাহার।" বলা বাহুল্য এর ঠিক বিপরীত অবস্থান রঘুপতির। তিনি চান মন্দিরে বলিপ্রথা বজায় থাকুক। পুরোহিত তন্ত্রের উপর রাজতন্ত্রের আঘাত বলে তিনি মনে করেন এই রাজাদেশকে। এরই মাঝখানে জয়সিংহ। একদিকে পালক পিতা রঘুপতির বক্তব্য আর অন্যদিকে গোবিন্দমাণিক্যের মানবিক আদর্শ। এরই সঙ্গে প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে অপর্ণার প্রশ্ন— জয়সিংহকে এক দোলাচলতার মাঝখানে স্থাপন করে। এক নিদারুণ দ্বন্দ্বে প্রায় সমস্ত নাটক জুড়ে ক্ষতবিক্ষত হয় জয়সিংহ।